মুজিবনগরে অধ্যক্ষের খামখেয়ালিতে ফরম পুরণে ব্যর্থ এক শিক্ষার্থী

মুজিবনগরে এইসএসসির ফাইনাল পরিক্ষার ফরম পূরন নিয়ে শামিম রেজা নামের এক শিক্ষার্থীকে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রেজাউল হক এর বিরুদ্ধে।

জানা গেছে , এইসএসসি টেষ্ট পরিক্ষায় যারা সকল বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারে নি তাদের ফরম পূরন করতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের ভিতরেও কিছু কিছু ছাত্রদের ফরম পূরন করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এ নিয়ে শামিম রেজা সহ কয়েকজন শিক্ষার্থীদের অধ্যক্ষের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা থেকে পুলিশের একটি দল মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

এ বিষয় জানতে চাইলে শামিম রেজা বলেন , আমার টেষ্ট পরিক্ষা চলাকালীন সময়ে সেনাবাহীনিতে চাকরী হয়ে যায়।
তাই চাকরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন যায়গায় আসা যাওয়ার জন্য ৪ টি পরিক্ষা দেওয়া হয়নি।

পরে একটি এক্সিডেন্টের কারনে আমার নামে মামলা হওয়ায় চাকরিটা চলে যায়।

পরে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এ বিষয় নিয়ে ফরম পূরনের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ করি।

তিনি আমাকে একটি দরখাস্ত লিখে কলেজ পরিক্ষক কমিটির কাছ থেকে একটি লিখিত নিয়ে আসতে বলেন। আমি অধ্যক্ষের কথা মত কলেজ পরিক্ষক কমিটির কাছ থেকে লিখিত নিয়ে আসি।

তারপরে তিনি আজ দেখছি কাল দেখছি করে সময় দিয়ে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করতে থাকে।
কিন্তু আজ ফরম পূরনের লাষ্ট ডেট , আমার ফরম পুরন করা হয়নি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ্য রেজাউল হক বলেন, আমি নিয়ম বহির্ভুত কোন কাজ করিনি। কিছু ছাত্র আমার কাছে

এসে অযথা খারাপ আচরন করে।

-মুজিবনগর অফিস

বাল্যবিয়ের অভিশাপে স্বামী ছাড়তে মুজিবনগর ইউএনও’র কাছে নালিশ

বাল্যবিয়ের অভিশাপে ঘর ছাড়তে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে বিনা খাতুন (১৪)।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উসমান গনির কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এ অভিযোগ জানায় এই কিশোরী বধু।

বিনা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ইকতার আলীর মেয়ে।

জানা গেছে, বিনা খাতুনের মা মারা যাওয়া পর তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মা তাকে লালন পালন কেও বড় করে তোলে। তার বাবা শারিরীক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে কর্মক্ষম হারিয়ে ফেলে। ২০১৮ সালের মে মাসে একই উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে ফয়সাল হোসেনের সাথে বিনা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তার স্বামীর সাথে মনমালিন্য হয় না। এ নিয়ে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

বিনা খাতুন জানান, ৮ মাসে আগে বিয়ে দিয়েছিল তার সৎ মা। বিয়ের পর থেকে তার স্বামীর নানা ভাবে অত্যাচার করে। তাঁর সাথে সংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি এ অত্যাচার থেকে বাঁচতে চাই।

মেয়ের সৎ মা সানজিদা খাতুন জানান, মেয়ের বাবা অক্ষম (শারিরীক প্রতিবন্ধী)। তাঁর কর্মকরার ক্ষমতা নাই। সে কারণেই মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছিলাম মেয়েটি যাতে সুখে থাকে। কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে মেয়েটি চলে এসেছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি জানান, স্বামীর

নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিনা খাতুন নামের ওই কিশোরী একটি অভিযোগ দিয়েছে। আমরা উভয় পক্ষের পরিবারের লোকজনকে বুধবার ডেকেছি। মেয়েটি যাতে সুষ্ঠ বিচার পাই এবং তাকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করা হবে।

- মুজিবনগর অফিস

মানব সেবাই যার আমৃত্যু সাধনা

পেশায় নার্স রোজ শুধু অসুস্থদের সেবা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। মেহেরপুরের মুজিবনগরের নিভৃত পল্লী বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এই কর্মী রোগীদের সেবার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ওই হাসপাতালে নিজ প্রচেষ্টায় স্থাপন করেছেন স্পেশাল বেবি কেয়ার ইউনিট।

বিভিন্ন এলাকার শিশুরা কম খরচে এখানে সেবা পাচ্ছে। প্রায় ১৭ বছর হলো হাসপাতালে ‘জি ওয়ার্ড’ নামে একটি বৃদ্ধাশ্রমও চালু করেছেন, যেখানে বর্তমানে ১৮ জন নিবাসী রয়েছেন।

হাসপাতালের সঙ্গে নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটও প্রতিষ্ঠা করেছেন নার্স রোজ। বর্তমানে সেখানে ৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন। এখান থেকে প্রতিবছরই প্রশিক্ষণ শেষে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন অনেকে।

স্থানীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তুলেছেন কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সুজিত মণ্ডল জানান, ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া রোজ সিস্টার ২২ বছরের বেশি সময় ধরে এই হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করছেন। এর পাশাপাশি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও তত্ত্বাবধান করেন মমতা দিয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে।

তিনি জানান, রোজ সিস্টার এই মিশন হাসপাতালের প্রাণ।

জিলিয়ান এম রোজ ওরফে রোজ সিস্টারের বয়স এখন ৮০ বছর ছুঁই ছুঁই।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন। একপর্যায়ে জড়িয়ে পড়েন চিকিৎসাসেবায়। ১৯৮১ সাল থেকে সেবিকা হিসেবে মিশনারি হাসপাতালে যোগ দেন। মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত এই মানুষটি এখন এলাকায় একনামে রোজ সিস্টার হিসেবে পরিচিত।

রোজের বাবা সিএ রোজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে দক্ষিণ ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া রোজ ছোটবেলায়ই বাবাকে হারান। মায়ের সংসারে একমাত্র ভাইয়ের সঙ্গে ভালোই চলছিল রোজের। তরুণ বয়সেই নিয়ে ফেলেন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত। তা হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ। ১৯৬৪ সালে ২৫ বছর বয়সে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন এ দেশে।

১৯৮১ সালে ধর্মপ্রচার ছেড়ে সরাসরি চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মানবসেবার সিদ্ধান্ত নেন রোজ। নার্স হিসেবে শুরু করেন মানবসেবা। মাঝখানে ১৯৮৬ সালে বয়োবৃদ্ধ মায়ের সেবার জন্য দেশে ফিরে যান। তবে মা মারা গেলে ওই বছরই ফিরে আসেন বাংলাদেশে। এরপর প্রায় তিন দশকের অধিক সময় ধরে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে সেবা দিচ্ছেন।

মানবসেবায় নিবেদিত এ মানুষটির ব্যক্তিগত জীবনে সংসারী হয়ে ওঠা হয়নি। তাঁর একমাত্র ভাই ডক্টর ডি এ রোজ ইংল্যান্ডে থাকেন পরিবার নিয়ে।

তিনি বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল থেকে কোনো বেতন নেন না, ব্রিটিশ সরকারের পেনশনে চলে রোজের সংসার। অন্যদিকে বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে কিছু অর্থ নিয়ে ও নিজের থেকে কিছু অর্থ দিয়ে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের দরিদ্র রোগীদের সেবা দেন তিনি।

কথা হয় জিলিয়ান এম রোজের সঙ্গে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তবুও কর্মচঞ্চল রোজ বলেন, ‘মানবসেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আমার এই সেবার কার্যক্রমে পরিবারের লোকজনও সন্তুষ্ট। আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন এভাবে সেবা দিয়ে যাব।

পৃথিবীতে এসেছি সেবা দিতে। বৃদ্ধদের জন্য কেউ কিছু করে না। তাই আমি নিজে একটি বৃদ্ধাশ্রম খুলেছি। সেখানে তাঁরা যেন ভালোভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।’

রোজ সিস্টার হাসপাতালের রোগী ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মানবসেবায় তিনি যেমন পেয়েছেন আত্মার প্রশান্তি, তেমনি হয়ে উঠেছেন সবার আপনজন। সেবা দিতে গিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠেছে তাঁর আত্মার সখ্য।

অশীতিপর এই বয়সে চলার শক্তি অনেকটা কমে গেলেও দমে যাননি শীর্ণকায় এই আত্মপ্রত্যয়ী নারী।

তবে নিজ দেশ ছেড়ে সুদূর এই দেশে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকলেও পাঁচ বছর পর পর পাসপোর্ট নবায়ন করতে গিয়ে রোজকে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়।

নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া এখনো পাননি। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিলে একদিকে ভিসা জটিলতা থেকে তিনি মুক্তি পেতেন, অন্যদিকে মানবসেবী এই নারীকে প্রকৃত সম্মানও দেওয়া হতো বলে বলে মনে করেন স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের সব কার্যক্রম চলে চার্চ অব বাংলাদেশের অনুমোদনে। ১৯৮৯ সালে চার্চ অব বাংলাদেশ খ্রিস্টানপ্রধান বল্লভপুরে প্রায় তিন একর জমির ওপর এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠান করেন।

এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে নার্সিং প্রশিক্ষণের ছাত্রী মেরি মণ্ডল ও শিলা মণ্ডল বলেন, ‘জুলিয়ান এম রোজ একটি আদর্শ। আমাদের মায়ের মমতা দিয়েই কাজ শেখান তিনি। তাঁকে আদর্শ হিসেবে নিয়ে আমরাও তাঁর মতো জীবন গড়তে চাই।’

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন জানান, এখানে সেবা নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে জুলিয়ান এম রোজের এক প্রকার সখ্য গড়ে উঠেছে। মায়ের মমতা মাখা হাত দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সেবা করতে গিয়েই এলাকার মানুষের হৃদয়ে এক অন্য রকম জায়গা করে নিয়েছেন রোজ। এলাকার রোগী ও সাধারণ মানুষ জিলিয়ানকে খুবই আপনজন হিসেবে দেখে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, ‘জিলিয়ান এম রোজ বাংলাদেশকে ভালোবেসে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।’

- মর্তুজা ফারুক রুপক

মুজিবনগরে মুজিববর্ষ পালনের লক্ষে গণনা যন্ত্র স্থাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শতবছর পূর্তি যথাযথ মর্যাদায় পালন করার লক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে ক্ষন গণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

আগামী ১০ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিকাল ৫ টার সময় ভিডিও কন্ফারেন্স এর মাধ্যমে একযোগে সকল ক্ষণ গণনা যন্ত্রের উদ্বোধন করবেন।

এদিকে, মুজিবর্ষ সুন্দর ভাবে সফল করতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিববর্ষ পালনের লক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে এক প্রস্তুতি সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী এ সকল কর্মসূচির বিষয় উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন। সকলে কর্মসূচির বিষয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন ধরনের মতামত দেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, মুজিববর্ষ পালনের লক্ষে আমরা ইতিমধ্যে ক্ষন গননা যন্ত্র স্থাপন করেছি। এছাড়া আজ সকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন অভিযানের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি।বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাকে জানি শির্ষক কুইজ প্রতিযোগীতা করা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

- মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

“সোনার বাংলায় মুজিব বর্ষে , সমাজকল্যাণ এগিয়ে চলে ” এ শ্লোগানে মুজিবনগরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস -২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

সমাজসেবা অফিসের আয়োজনে এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল দশটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর নেতৃত্বে র্যালীটি শহরের মেন মেন সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

এ সময় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা ,উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব , মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন , যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডু ,পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম , তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার প্রমুখ উক্ত র্যালীতে অংশ নেন।

র্যালী শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর সভাপতিত্বে ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রবের উপস্থাপনায় পরিষদ মিলনয়াতনে জাতীয় সমাজসেবা দিবসের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

-মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের শপথ গ্রহণ

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা “দূর্নীতি , মাদক ও মজুতদারের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের সাথে একাত্বতা ” শীর্ষক আলোচনা সভা ও শপথ গ্রহন করেছে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগ।

গতকাল সোমবার বিকালে কেদারগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে সকলকে নিয়ে শপথ পাঠ করান ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠানের শপথ পাঠকারী বাকের আলী মাষ্টার।

এর আগে একই মন্চে উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মাহাবুব আলম শান্তি।

জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সরদার লিখন , মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু , মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ , উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান টিটু , উপজেলা শ্রমীক লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ।

এ সময় কৃষকলীগের উপজেলা ও ইউনিয়নের নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

-মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

মুজিবনগরে মাসুদ রানা (২১) নামের এক যুবকের সাথে দির্ঘ ২ বছর প্রেম করার পর বিয়ের দাবিতে তার বাড়িতে অনশন করেছে হাবিবা খাতুন (১৬) নামের এক কিশোরী।
রবিবার সকাল ৯ টার পর থেকে তার বাড়িতে দিনভর বসে আছে বলে জানিয়েছে হাবিবা খাতুন।

প্রেমিক মাসুদ রানা মুজিবনগর উপজেলার সোনারপুর মাঝপাড়া গ্রামের ইকতার হোসেনের ছেলে এবং প্রেমিকা হাবিবা খাতুন একই উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের মৃত হাবিব এর মেয়ে।

প্রথমত অবস্থায় বিয়ে দেয়ার কথা বলে ঘরে তুলে নিয়ে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে আবারো বাইরে বের করে দিয়েছে ছেলে ও তার পরিবার।

এদিকে হাবিবা খাতুন তার বাড়িতে অনশন করার পর থেকে মাসুদ রানা বিয়ে না করার কথা বলে গা ঢাকা দিয়েছে ।

আরো পড়ুন : মেহেরপুরে তাঁতী লীগ নেতা পাভেলের আত্মহত্যা !

হাবিবা খাতুন জানান , দির্ঘ ২ বছর যাবত মাসুদ রানা ও আমি একে অপরকে ভালোবেসে আসছে। রিলেশন চলাকালিন সময়ে মাসুদে আমাকে তার স্ত্রী পরিচয়ে বিভিন্ন বন্ধুর বাড়িতে , সিনেমা হলে ও পার্কে নিয়ে গেছে।

এছাড়া আমার মায়ের কাছো আমাকে বিয়ের কথা বলে আমার পরিবারের কাছ থেকে সমস্যার কথা বলে বিভিন্ন সময় টাকা নিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুদিন আগে কোন এক কারনে ঝামেলার কারনে টাকার বিষয়টি লিখিত করে মিমাংসা করা হয়।

আমি মাসুদকে বার বার বিয়ের কথা বললে মাসুদ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে সে আমাকে ছাড়াও অন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক করে। তাই আমি তাকে বিয়ে করার জন্য আজ সকালে তার বাড়িতে অবস্থান করেছি।

হুমকির বিষয়ে জানতে চাইলে হাবিবা বলেন , আমি যখন তার বাড়িতে অবস্থান করি। প্রথমত অবস্থায় তারা মেনে নিয়ে আমাকে ঘরে তুলে নেয় এবং বলে তোমার পরিবারের লোকজনকে খবর দাও আমরা বিয়ে দেবো। তাদের কথামত আমি আমার পরিবারের লোকজনদের ফোন করে এখানে আসতে বলি।

কিন্তু পরবর্তিতে মাসুদ এসে আমাকে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিতে থাকে। এবং বলে তোকে আমার পছন্দ না , আমি তোকে বিয়ে করতে পারবো না।তুই আমাকে এভাবে বিয়ে করে সুখি হতে পারবি না।এই বলে আবার আমাকে ঘর থেকে বাইরে বের করে দিলো। কিন্তু আমি সব কিছু ভুলে তার বাড়ির উঠানে বসে থাকি।

আরো পড়ুন : স্বপ্নে দেখে গাছের বিয়ে দিলেন এক নারী !

কেন সে ছেলের বাসার সামনে বসে আছে সে বিষয়ে জানতে চাইলে সে জানায় , আমার এই মুখ নিয়ে আমি আর বাসায় যেতে পারবো না। আমি যখন

তার বাড়ি থেকে চলে এসেছি,তাকে বিয়ে না করা পর্যন্ত বাড়ি ফিরবো না। শেষ প্রযন্ত যদি তার সাথে আমার বিয়ে না হয় তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো।

মাসুদের চাচা মুক্তার হোসেন বলেন, মাসুদের বাবা বিদেশ আছে। আমি আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি। পরবর্তিতে মেয়ে পক্ষের লোকজনদের এখানে আসতে বলেছি। তারা আসলে তাদের সাথে কথা বলে এটার একটা মিমাংসা করে কি করা যায় সে ব্যাবস্থা করা হবে।

ঘটনার বিষয়ে ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন জানান, আমি ঘটনা শোনার পর ছেলের বাসায় এসেছি। এসে মেয়েকে ছেলের বাসার সামনে বসে থাকতে দেখেছি। দুই পক্ষের লোকজন নিয়ে আমি বসবো। তারপর দুপক্ষের মতক্রমে তাদের দুজনের বিয়ে দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

- শাকিল রেজা, মুজিবনগর

মুজিবনগরের কাজিপাড়ায় মহিলাদের ক্ষমতায়ন শীর্ষক উঠান বৈঠক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের কাজিপাড়া গ্রামে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন শীর্ষক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা তথ্যকেন্দ্র এ বৈঠকের আয়োজন করে। মুজিবনগর তথ্য কেন্দ্রের তথ্য কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারের সভাপতিত্বে
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি ।

রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ আব্দুর রব এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন । অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা

যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন।

উঠান বৈঠকে শিক্ষা , বাল্যবিবাহের কুফল, স্বাস্থ্য , সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার ,সমাজ সেবা দপ্তরের কার্যক্রম ও হেল্প লাইন ১০৯৮ এবং জরুরি সেবার হেল্প লাইন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

-মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগরে শীতার্তদের মাঝে লেপ বিতরণ

মুজিবনগরে বেসরকারি এনজিও আদ্ দ্বীন এনজিওর উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ শীতার্তদের মাঝে লেপ বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় মুজিবনগর আদ্ দ্বীন অফিস কার্যালয়ে লেপ বিতরণের আয়োজন করা হয়।

আদ্ দ্বীন এনজিও এর ম্যানেজার শাজেদুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে লেপ বিতরন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুব উদ্দীন ,বাজার কমিটির সাধারন সম্পাদক হেকমত আলী সহ আদ্ দ্বীন এনজিওর সকল কর্মী সংগঠন বৃন্দ্র। এসময় ১০ জন শীতার্তদের মাঝে লেপ বিতরন করা হয়।

– মুজিবনগর প্রতিনিধি

সারাদেশের ১৯৯৭ সালের এসএসসি ব্যাচের মিলন মেলা মেহেরপুরে

“এসো মিলি হৃদয়ের বন্ধনে ” এই স্লোগানে দেশের সকল জেলা এসএসসি ১৯৯৭ সালে পরিক্ষার্থী ছিলেন তাদের নিয়ে মেহেরপুর জেলায় গেটটুগেদার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে একটি আনন্দ র্যালি বের হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর পৌর মেয়র , জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ৈও বন্ধু ৯৭ মেহেরপুর এর সভাপতি ডা . কাজল আলী। র্যালিটি শহরের পৌর কমিনিটি সেন্টারের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে গিয়ে শহীদের স্মরণে পুষ্প অর্পন করা হয়। পরে মুজিবনরে বাংলার ঐতিহ্য লাঠি খেলা , ডিজে পার্টি সহ বিভিন্ন ধরনের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান জিপু , মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক এ্যাড . মিয়াজান আলী , উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড . ইয়ারুল ইসলাম।

সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন ডাঃ কাজল আলী , মোস্তাফিজুর রহমান , মেজবাহ উদ্দিন , আরিফুল ইসলাম জনি , সামস আলদিন সুমন , সাদিক নিয়ন , মারুফ আহমেদ লিংকন , সাদরুল ইসলাম নাহি , নাহিদ রাজা , আব্দুল ওয়ালি রাজা , জালাল উদ্দিন , আব্দুর রকিব , রাশেদুজ্জামান প্রদিপ , শাহীন রেজা , আনারুল ইসলাম , আব্দুল ওয়ালি রাজা , বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আশা ১৯৯৭ সালের এসএসসি ব্যাচ। পরে মুজিবনগর মিলনায়তনে কেক কাটা হয়।